গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কর কমিশনারের কার্যালয়
কর অঞ্চল-বরিশাল
কর ভবন, ক্লাব রোড, বরিশাল
www.tax.barisal.gov.bd

নথি নং-কঅবরি/পিএফ/২০২৩-২০২৪/বিভাগীয় মামলা নং-১/

তারিখঃ ৩ পৌষ, ১৪৩১ব.
১৮ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রি.

আদেশ

যেহেতু জনাব মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম, প্রধান সহকারী, সার্কেল-১৯, (গলাচিপা), কর অঞ্চল বরিশাল {বর্তমানে সার্কেল-১১(ভোলা), কর অঞ্চল-বরিশাল} কর্মরত থাকা অবস্থায় বিভিন্ন করদাতার নিকট হতে আয়করের প্রদেয় অর্থ নিয়ম বহির্ভূতভাবে নিজে নগদে গ্রহণ, অনৈতিকভাবে এবং নিয়ম বহির্ভূতভাবে ৩৯ জন করদাতার নিকট হতে আয়কর বাবদ প্রদেয় কর ১,৫৭,২৫৫/- টাকা নিজে গ্রহণ করে আত্মসাৎ, ৩৬টি জাল চালান তৈরী করে ৩,৬৩,৫৪১/-টাকা আত্মসাৎ অর্থাৎ সর্বমোট সরকারি রাজস্ব (৩,৬৩,৫৪১/- + ১,৫৭,২৫৫/-) = ৫,২০,৭৯৬/-টাকা আত্মসাৎ করার কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ২ (খ) অনুযায়ী "অসদাচারণ" এর অভিযোগ আনয়নপূর্বক বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রি. তারিখে কঅবরি/পিএফ/২০২৩-২০২৪/বিভাগীয় মামলা নং-১/১ স্মারকের মাধ্যমে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়; এবং যেহেতু, অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামার প্রেক্ষিতে জনাব মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম জবাব দাখিল করে এবং ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন, আবেদন অনুযায়ী ৬ মার্চ ২০২৪ খ্রি. তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে বিভাগীয় মামলায় গুরুদন্ড আরোপের পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২)(ঘ) অনুযায়ী আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য জনাব মোহাম্মদ আমিরুল করিম মুন্সী, অতিরিক্ত কর কমিশনার (চ:দা:), পরিদর্শী রেঞ্জ-১, কর অঞ্চল-বরিশাল কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী জনাব মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম, প্রধান সহকারী, সার্কেল-১৯ (গলাচিপা), কর অঞ্চল- বরিশাল {বর্তমানে প্রধান সহকারী, সার্কেল-১১, ভোলা} এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) উপবিধি মোতাবেক "অসদাচারণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মন্তব্য প্রদান করা হয় ; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম, প্রধান সহকারী, সার্কেল-১৯ (গলাচিপা), কর অঞ্চল- বরিশাল {বর্তমানে প্রধান সহকারী, সার্কেল-১১, ভোলা} এর বিরুদ্ধে "সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচারণ (Misconduct)' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী কেন 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' দন্ড প্রদান করা হবে না, সে মর্মে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করা হয় ;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মচারী দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাবে আনীত অভিযোগ স্বীকার করেছেন ;

সেহেতু জনাব মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম, প্রধান সহকারী, সার্কেল-১৯ (গলাচিপা) {বর্তমানে প্রধান সহকরী, সার্কেল-১১ (ভোলা)} কে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী চাকরি হতে বরখাস্ত করা হলো।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাঃ/১৮/১২/২৪
(সাধন কুমার রায়)
কর কমিশনার (চ. দা.)
কর অঞ্চল-বরিশাল।

নথি নং-কঅবরি/পিএফ/২০২৩-২০২৪/বিভাগীয় মামলা নং-১/

তারিখঃ ৩ পৌষ, ১৪৩১ব.
১৮ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রি.

অনুলিপি : সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো :

১। সদস্য (কর প্রশাসন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
২। সদস্য (আন্তর্জাতিক কর), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (মনিটরিং সদস্য)।
৩। পিএসটু চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আগাঁরগাও, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪। জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ভোলা।
৫। পরিদর্শী রেঞ্জ-১,২,৩, ৪, কর অঞ্চল-বরিশাল।
৬। উপ কর কমিশনার, সার্কেল-১১ (ভোলা) (আদেশের কপি জারি করে জারি প্রতিবেদন কর কমিশনারকে প্রেরণ করুন)।
৭। উপ কর কমিশনার, সদর দপ্তর (প্রশাসন), ওয়েব সাইটে আপলোডের জন্য।
৮। জনাব মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম, প্রধান সহকারী, সার্কেল-১১, ভোলা।

১৮/১২/২০২৪খ্রি.

(সাধন কুমার রায়)
কর কমিশনার (চ. দা.)
কর অঞ্চল-বরিশাল।